নাগরিক সেবায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের
উদ্ভাবন

বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের (এনজিও)আওতাধীন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে অনাপত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে অনলাইনের মাধ্যমে গতিশীলতা আনয়ণ

প্রেক্ষাপট: ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর চুক্তির "ঘ" নং ধারা অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আঞ্চলিক পরিষদ ২৭মে ১৯৯৯ তারিখে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮-এর ২২(ক) অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন এবং উহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি ও সার্বিক তত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন, ও (ছ) অনুযায়ী এনজিও কার্যাবলীর সমন্বয় সাধনের বিধান রয়েছে। উক্ত বিধান অনুযায়ী বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়ন আর প্রস্তাবনাধীন এমন প্রকল্পের ডিপিপিসমূহে মতামত প্রদানের নিমিত্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হতে মতামত চাওয়া হয়ে থাকে।

উদ্ভাবন ধারণায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ: পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এবং সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর সাথে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর হতে প্রতিবারের ন্যায় ২০১৮-২০১৯ সনেও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সহায়তায় বিগত ০৫ জুন হতে ৯ জুন ২০১৬ তারিখ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন কর্মশালায়" পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এর পরবর্তী এ পরিষদ কর্তৃক ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়। উক্ত টিমের অন্যতম সদস্য সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা শ্রীমতি শ্রাবন্তী রায় বদলি হওয়াতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের স্মারক নং ২৯.৩২.২০৮৪.০০১.১৮.০০২.২০১৮-৭৮৮, ২৬/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখ মূলে উদ্ভাবন ধারণা বিষয়ে ইনোভেশন টীম পুন:গঠন করা হয়। গঠিত ইনোভেশন টীমের সদস্যদের তালিকা নিম্নরূপ:-

১। শ্রীমতি সুবর্না চাকমা, নির্বাহী কর্মকর্তা, (উন্নয়ন, ভূমি ও আইন) ও সভাপতি, ইনোভেশন টিম

২। শ্রী নির্মল কান্তি চাকমা, নির্বাহী কর্মকর্তা (প্রশাসন, সেবা/অর্থ), সদস্য, ইনোভেশন টিম

৩। শ্রীমতি মনিতা চাকমা, উচ্চমান সহকারী ও সদস্য, ইনোভেশন টিম

৪। শ্রী ধ্রুব রশ্মি চাকমা, কম্পিউটার অপারেটর ও সদস্য, ইনোভেশন টিম

৫। শ্রী বাবলু চাকমা, সার্ভেয়ার ও সদস্য, ইনোভেশন টিম ।

উদ্ভাবনের জন্য নির্ধারিত সেবা কার্যক্রম: বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের (এনজিও) প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়ন ।

সেবাগ্রহীতা/অংশীজনের বর্ণনা: পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্মরত সকল বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এনজিও)।

সাধারণ পদ্ধতিতে প্রদেয় সেবা: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাবের উপর মতামত বিষয়ে পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে অফিস সহকারীর মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট নথির মাধ্যমে উচ্চমান সহকারী এবং নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপনপূর্বক মাননীয় চেয়ারম্যান এর নির্দেশনা এবং অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। মাননীয় চেয়ারম্যানের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে পত্রজারী পূর্বক মতবিনিময় সভা আহবান করা হয়। এক্ষেত্রে নির্ধারিত কোন সময়সীমা ছিলোনা । সংস্থার প্রতিনিধিদের ডাকযোগে, পত্রবাহকের মারফত পত্র প্রেরণ করা হতো বা সংশ্লিষ্ট এনজিও প্রতিনিধি অত্র কার্যালয়ে যোগাযোগ করলে তাকে সরাসরি জানিয়ে দেয়া হতো।

সাধারণ পদ্ধতিতে অনাপত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা: পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে দাখিলকৃত প্রকল্পসমূহ মতামত প্রদানের নিমিত্তে যে সকল সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে তন্মধ্যে এনজিও নীতিমালা অনুযায়ী স্থানীয় পার্টনার না নেয়া অন্যতম। ফলে স্থানীয় এনজিও সংক্রান্ত তথ্যাদি সহজলভ্য না থাকায় পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরের এনজিওসমূহকে পার্টনার হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করার ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশের সুযোগ থাকে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট এনজিও পার্বত্য এলাকায় নতুন হলে এনজিওটি সর্ম্পকে আঞ্চলিক পরিষদের যথাযথ তথ্যাদি সংরক্ষিত না থাকার কারনে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট এনজিওর সহিত মতবিনিময় করে তার কার্যক্রম সর্ম্পকে সুস্পষ্ট ধারনা পাওয়া সম্ভব হতো না। কাজেই আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট এনজিওর দাখিলকৃত তথ্যাদি যাচাই বাছাইয়ে সমস্যা হতো। এতে দীর্ঘ সূত্রতার সুযোগ থেকে যায় বা সংশ্লিষ্ট এনজিও সর্ম্পকে সঠিক ধারণার জন্য অন্যান্য সংস্থা বা স্থানীয় এলাকার থেকে তথ্যাদি নেয়া কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে। এ সকল ক্ষেত্রে স্থানীয় পার্টনার নেয়ার ক্ষেত্রে তথ্যাদির অভাব ছিল। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরের এনজিও সমূহ স্থানীয় এনজিওর তথ্যাদি বিষয়ে অবগত ছিলনা। ফলে স্থানীয় এনজিও সংক্রান্ত তথ্যাদি সহজলভ্য না থাকায় পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরের এনজিও সমূহকে পার্টনার হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করার ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশের সুযোগ থাকে।

উদ্ভাবিত সেবা প্রক্রিয়ার নাম: বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের (এনজিও)আওতাধীন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে অনাপত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়ণ ।

উদ্ভাবিত সেবা প্রক্রিয়াটির বর্ণনা: এনজিওসমূহের মোবাইল নম্বর ও ঠিকানা প্রাপ্যতা অনুসারে সংরক্ষণের পাশাপাশি প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান, ই-মেইলের মাধ্যমে অবগতি প্রদান এবং ওয়েবসাইটে উদ্ভাবিত সেবা প্রক্রিয়াটির নতুন সংযোজন। স্থানীয় এনজিও তালিকা হালনাগাদ, নমুনা ছকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এনজিওর প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের ফলে যাচাই বাছাই সহজতর হয়েছে।

উদ্ভাবিত সেবাদান প্রক্রিয়া

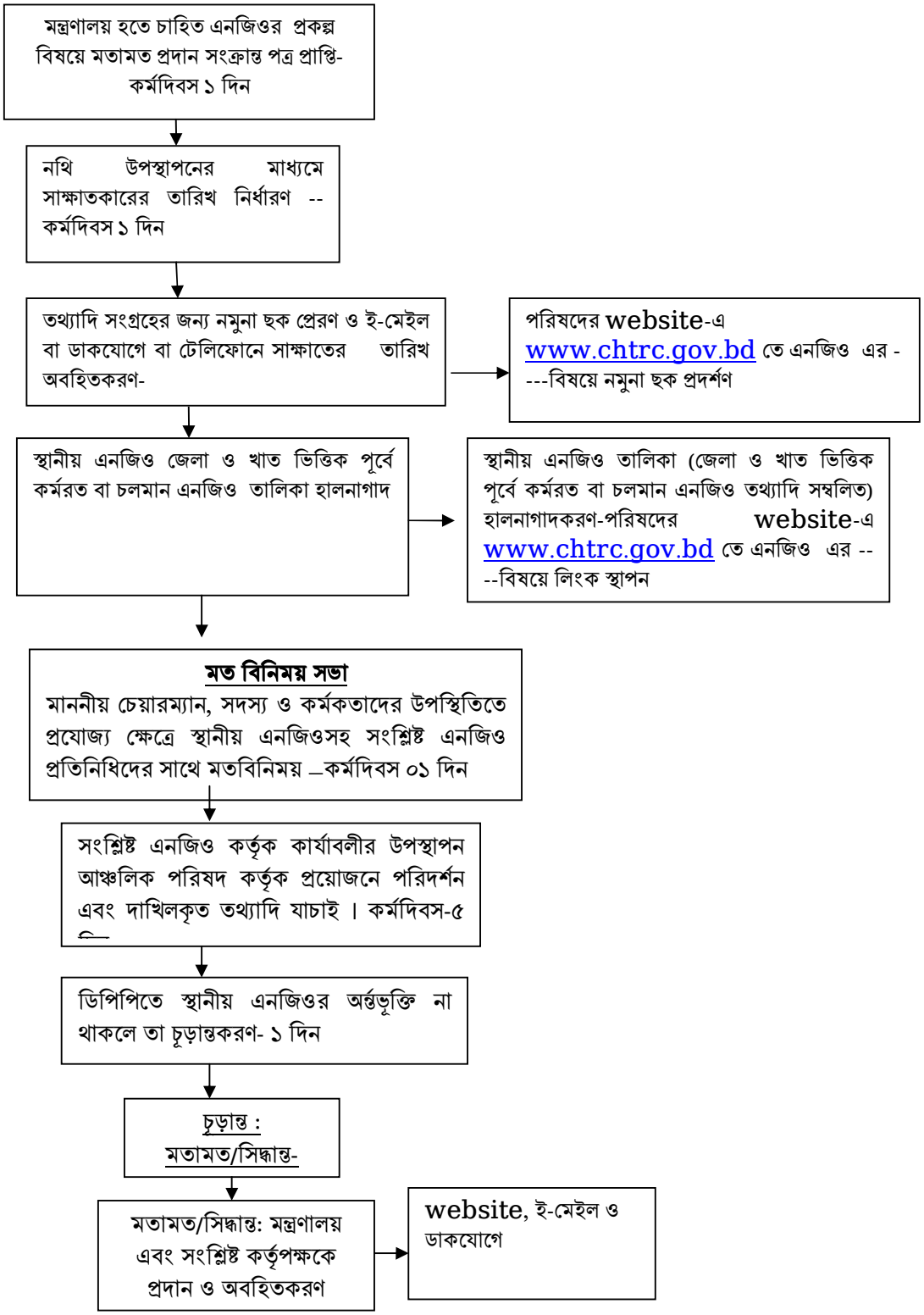

প্রত্যাশিত ফলাফল: উদ্ভাবিত ফরমেটটি অনলাইনের মাধ্যমে ওয়েবসাইটে প্রদর্শণের পর থেকে সেবাগ্রহীগন তাদের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্যাদি বা প্রয়োজনীয় দলিলাদি পরিপূর্ণভাবে স্বল্পসময়ে প্রদানে যেমন সক্ষম হচ্ছে তদ্রুপ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষে সংস্থাটির প্রকল্প বাস্তবায়নের মতামত প্রদানে সহজে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়াও সম্ভব হচ্ছে । সাধারণভাবে অনাপত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ক্ষেত্র বিশেষে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে এনজিও প্রতিনিধিদের বৈঠক বা শুনানী ৩-৪ বার করতে হত। এজন্য ১৫-২০ দিন সময়েরও বেশি প্রয়োজন হতো । নতুন সেবা প্রদান প্রক্রিয়াটি বাস্তবায়নের পর ১-২ বার বৈঠকের প্রয়োজন হয়। অর্থাত মোট ০৯ কার্যদিবসের মধ্যে এ পরিষদ মতামত প্রদান করতে সক্ষম হয়। নিম্নে ০৯ কাযদিবসের কর্মসূচী দেয়া হল।

- মন্ত্রণালয় হতে চাহিত এনজিওর প্রকল্প বিষয়ে মতামত প্রদাননের পত্র প্রাপ্তি-০১ দিন
- নথি উপস্থাপনের মাধ্যমে সাক্ষাতকারের নিধারণ-০১ দিন
- এনজিও প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময়-০১ দিন
- এনজিও সম্পর্কে আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক প্রয়োজনে পরিদর্শণ-০৫ দিন
- ডিপিপিতে স্থানীয় এনজিও না থাকলে তা চূড়ান্তকরণসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে মতামত অবহিতকরণ-০১ দিন

  মোট কার্যদিবস-০৯ দিন।

সংস্থাটি যদি পরিপূর্ণভাবে তথ্যাদি সরবরাহ করতে সক্ষম হয় অনেক সময় সেটাও প্রয়োজন হয় না। যার প্রেক্ষিতে সেবাগ্রহীতাগন অহেতুক যাতায়াত থেকে মুক্তি পাচ্ছেন এবং অর্থ ব্যয়ও সাশ্রয় হচ্ছে।

উদ্ভাবিত সেবা প্রক্রিয়াটি বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম: আঞ্চলিক পরিষদ এর প্রধান কার্যক্রম এ গত ৫/৯/২০১৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় মেন্টর মেন্টি মনোনয়ন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের উদ্যোগে গত ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং মাননীয় চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের (এনজিও) ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী বিষয়কের উপর এক মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। গত ০৯/০১/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের (এনজিও)আওতাধীন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে অনাপত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়ণ বিষয়টি ২০১৮-২০১৯ সালের ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম হিসাবে প্রাথমিকভাবে নির্ধারণ করা হয়। সভায় আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক প্রদেয় এনজিও অনাপত্তি বিষয়ে আরও গতিশীলতা করার বিষয়ে উপস্থিত সকলে অভিমত ব্যক্ত করেন। উক্ত সভার ধারাবাহিকতায় গত ১৯/০২/২০১৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ইনোভেশন সভায় নির্ধারিত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের (এনজিও) আওতাধীন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে অনাপত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়ণ বিষয়টি চূড়ান্তকরণ হয়। উদ্ভাবিত সেবা প্রক্রিয়াটি বাস্তবায়নে শ্রীমতি সুবর্না চাকমা, নির্বাহী কর্মকর্তার (উন্নয়ন,ভূমি ও আইন) নেতৃত্বে ৫ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত ইনোভেশন টীমের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সংস্থার ওয়েবসাইটে (www.chtrc.gov.bd) তে এনজিওরা যাতে সহজে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারে সেজন্য এ পরিষদ কর্তৃক গঠিত ইনোভেশন টীমের মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য নমুনা ছক বা ফরমেট এনজিও তথ্যাদি সংক্রান্ত সেবা বক্স খোলা হয়। আলোচ্য সেবা বক্সে স্থানীয় এনজিও সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি হালনাগাদপূর্বক তা ওয়েবসাইটে প্রদশর্ণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উল্লেখিত প্রদর্শণে তথ্য হালনাগাদ, তথ্য সন্নিবেশ সংক্রান্ত ইনোভেশন টীমের সদস্য ধ্রুব রশ্মি চাকমা ও মনিতা চাকমা গ্রহণ করেছেন এবং অদ্যাবধি এ বিষয়ে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। তাছাড়া আঞ্চলিক পরিষদ এনজিও সম্পর্কে এনজিওসমূহ কর্তৃক

তথ্যাদি প্রেরণের ফরমেটও তৈরী করে তা ওয়েবসাইটে আফলোড করা হয়েছে। এতে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহ স্থানীয় এনজিও এর কার্যক্রম সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারবে।

২৪/৩/২০১৯ ইনোভেশন টিমের সভায় উদ্ভাবিত সেবার খসড়া এ পরিষদ কর্তৃক উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপনের পর উপস্থিত স্থানীয় এনজিওর প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা পূর্বক ফিডব্যাক নেয়া হয় এবং সেই অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উদ্ভাবন ধারণা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ: পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নিজস্ব অর্থায়নে এবং বিদ্যমান জনবলের সাহায্যে এবং উদ্ভাবন ধারণাটি বাস্তবায়নে ওয়েবসাইট ডিজাইন, ল্যাপটপ ও স্ক্যানার ক্রয়সহ সর্বসাকুল্যে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

উদ্যোগটির নতুনত্ব: ইতোপূর্বে এরূপ সেবায় আধুনিক ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়নি। বর্তমানে এ প্রক্রিয়ায় ল্যাপটক, স্ক্যানার, ওয়েবসাইট ও ই-মেইলের ব্যবহারের ফলে এ সেবা প্রক্রিয়াটি ই-সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

প্রতিবন্ধকতা/ঝুঁকি: উদ্ভাবন ধারণাটির নতুন সংযোজন অনলাইনের মাধ্যমে সেবা প্রদান প্রক্রিয়াটি Internet-এর নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। উদ্ভাবিত সেবা প্রক্রিয়াটি প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রদানযোগ্য হওয়ায় পার্বত্য এলাকার প্রেক্ষিতে জনগণের প্রযুক্তিগত ব্যবহারিক জ্ঞান ও আগ্রহ এক্ষেত্রে বহুলাংশে নির্ভর করে।

স্বত্বাধিকারীর নাম: সুবর্না চাকমা, নির্বাহী কর্মকর্তা, (উন্নয়ন, ভূমি ও আইন) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি, ই-মেইল: chtrc@yahoo.com